উইন্ডোজ এ কমান্ড প্রম্পট এর ব্যবহার (শেষ পর্ব)

উইন্ডোজ এ কমান্ড প্রম্পট এর ব্যবহার টিউটোরিয়ালটির শেষ পর্বে আমরা চলে এসেছি। শেষ পর্বে আমরা শিখবো কমান্ড প্রম্পট এর এ্যাডভান্সড কিছু কমান্ড এর ব্যবহার। আমি ধরে নিচ্ছি আপনি প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্ব দু'টি পড়েছেন এবং চর্চা করেছেন। যদি আপনি কোন কারণে পর্ব দু'টি না পড়ে থাকেন, তাহলে এই ওয়েব এ্যাড্রেস দু'টি থেকে ডাউনলোড করে নিন
http://www29.websamba.com/shovon/bangla/tutor/cmd-part1.pdf
http://www29.websamba.com/shovon/bangla/tutor/cmd-part2.pdf

চলুন এবার শুরু করা যাক। attrib কমান্ডটির দ্বারা আপনি যে কোন ফাইলের এ্যাট্রিবিউট পরিবর্তন করে ফেলতে পারবেন। যেমন ধরুন আমরা যদি D:\ ড্রাইভে অবস্থিত কোন ইমেজ ফাইলকে হিডেন, রিড অনলি এবং সিস্টেম ফাইলের এ্যাট্রিবিউট প্রদান করতে চাই (সিস্টেম ফাইল এ্যাট্রিবিউট সেটিং উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার দিয়ে আদৌ করা সম্ভব কিনা, তা আমার জানা নেই!), মনে করি ফাইলটির নাম test.jpg, তাহলে কমান্ডটি দাঁড়াবে এরকম:

attrib +H +R +S test.jpg

আপনি উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার দিয়ে মাই কম্পিউটারে প্রবেশ করে test.jpg ফাইলটিতে রাইট ক্লিক করে এর প্রোপার্টিজ দেখে নিতে পারেন।

এখানে H হলো হিডেন এ্যাট্রিবিউট, R হলো রিড অনলি এ্যাট্রিবিউট এবং S হলো সিস্টেম ফাইল এ্যাট্রিবিউট। + চিহ্ন দ্বারা এ্যাট্রিবিউট যুক্ত করাকে নির্দেশ করা হয়েছে। তেমনি ভাবে - চিহ্নটি দ্বারা এ্যাট্রিবিউট মুছে ফেলাকে নির্দেশ করা হয়। যদি আমরা ফাইলটিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চাই, তাহলে এবার কমান্ডটি দাঁড়াবে এরকম:

attrib -H -R -S test.jpg

কি আগের অবস্থায় ফিরেছে? attrib কমান্ডটির সকল অপশন জানতে চাইলে attrib /? লিখে এন্টার চাপুন।

chkdsk কমান্ডটি দ্বারা আপনি চেক করে নিতে পারেন আপনার হার্ড ড্রাইভের বর্তমান অবস্থা। আপনি যদি আপনার D:\ ড্রাইভটি চেক করতে চান, কোন এরর থাকলে অটোমেটিক্যালি ফিক্স করতে চান, এবং ব্যাড সেক্টর থেকে থাকলে তা ফিক্স করতে চান, তাহলে কমান্ডটি হবে এরকম:

chkdsk D: /F /R

যদি কোন প্রোগ্রাম সেই মূহুর্তে আপনার D:\ ড্রাইভটি ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে chkdsk আপনার কাছে জানতে চাইবে যে পরবর্তীতে আপনি যখন আপনার পিসিটি অন করবেন, তখন স্টার্ট আপের সময়

chkdsk রান করবে কিনা। আপনার উত্তর হ্যাঁ হলে Y চাপুন আর না হলে N চাপুন। অন্যান্য অপশনগুলো জানতে চাইলে chkdsk /? লিখে এন্টার চাপুন। chkdsk অনেকটা স্ক্যান ডিস্ক এর মত কাজ করে। chkdsk এর মত আরও একটি কমান্ড আছে, chkntfs. তবে এটি শুধুমাত্র NTFS পার্টিশনে কাজ করবে।

আপনি কি এখনও FAT32 ফাইল সিস্টেম ব্যবহার করছেন, যার নেই কোন সিকিউরিটি, নেই কোন ক্র্যাশ প্রোটেকশন? খুব সহজেই আপনি আপনার FAT32 ফাইল সিস্টেমকে বদলে ফেলে NTFS ফাইল সিস্টেম এ নিয়ে যেতে পারেন মাত্র একটি কমান্ডের দ্বারা। এতে আপনার কোন ফাইল ক্ষতিগ্রস্থ হবে না বা মুছে যাবে না। কমান্ডটি হলো: convert DriveLetter /FS:NTFS. যেমন: D:\ ড্রাইভটিকে FAT32 ফাইল সিস্টেম থেকে NTFS ফাইল সিস্টেম এ নিয়ে যেতে চাইলে লিখুন, convert D: /FS:NTFS, এবার এন্টার চাপুন। তবে এই কমান্ডটি প্রয়োগের একটি খারাপ দিকও রয়েছে। সেটা হচ্ছে, আপনি চাইলেও আর আপনার ড্রাইভটিকে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবেন না। অর্থাৎ NTFS থেকে FAT/FAT32 কনভারশন সম্ভব নয়। আর তাই এই কমান্ডটি ভেবে-চিন্তে প্রয়োগ করবেন। অন্যান্য অপশনগুলো দেখে নিতে চাইলে convert /? লিখে এন্টার চাপুন।

এবার আসছি format কমান্ডটি প্রসঙ্গে। মনে রাখবেন এটি খুবই স্পর্শকাতর কমান্ড, কারণ এই কমান্ড প্রয়োগের সাথে সাথে আপনার উল্লেখিত ড্রাইভের সমস্ত ডাটা মুছে যাবে, যা আপনি আর ফেরত পাবেন না (ডাটা রিকভারি সফটওয়্যার দিয়ে শুধু আংশিক ডাটা উদ্ধার করা সম্ভব)। নিচে আমি format এর সাথে ব্যবহৃত কিছু অপশন তুলে ধরছি:

format D: (সাধারণ format কমান্ড, ডিফল্ট অপশন দ্বারা এটি D:\ ড্রাইভটিকে ফর্ম্যাট করবে)
format D: /FS:FAT32 /V:NameOfYourDrive (D:\ ড্রাইভটিকে FAT32 ফাইল সিস্টেম এ ফর্ম্যাট করবে এবং এর জন্য আপনার নির্ধারণ করা একটি নাম (ভলিউম লেবেল) ড্রাইভ লেটারের পাশে বসিয়ে দেবে)
format D: /FS:NTFS /Q (D:\ ড্রাইভটিকে NTFS ফাইল সিস্টেম এ কুইক অর্থাৎ দ্রুত ফর্ম্যাট করবে)
format D: /FS:NTFS /Q /A:512 (D:\ ড্রাইভটিকে NTFS ফাইল সিস্টেম এ কুইক অর্থাৎ দ্রুত ফর্ম্যাট করবে এবং এর ফাইল এ্যালোকেশন সাইজ ৫১২ বাইটস্ করে দেবে, সাধারণতঃ যা ৪০৯৬ বাইটস্ বা ৪ কিলোবাইটস্ থাকে, উল্লেখ্য ১০২৪ বাইটস্ = ১ কিলোবাইট)।

এছাড়া আরও এক্সট্রা কিছু অপশন রয়েছে format এর, যা আপনি দেখে নিতে পারেন format /? কমান্ডটি দ্বারা। আপনি যদি শুধুমাত্র কোন ড্রাইভের নতুন নাম দিতে বা পরিবর্তন করতে চান (যা ভলিউম লেবেল বলেই পরিচিত), তাহলে ব্যবহার করতে পারেন label কমান্ডটি। কমান্ডটি ব্যবহারের নিয়ম হলো, label DriveLetter: VolumeLabel. যেমন ধরুন: label D: Games কমান্ডটি D:\ ড্রাইভের ভলিউম লেবেল পরিবর্তন করে Games নামটি বসিয়ে দেবে। আবার শুধু label D: কমান্ডটি প্রয়োগ করলে পূর্বের লেবেলটি মুছে ফেলবে (প্রথমে কনফারমেশন চাইবে)।

pause কমান্ডটি প্রয়োগ করলে আপনার কার্সরটি থেমে যাবে এবং ”Press any key to continue . . .” ম্যাসেজটি দেখাবে। উইন্ডোজের ব্যাচ (.bat) ফাইলসমূহে এই কমান্ডটির কার্যকারিতা অপরিসীম। অদূর ভবিষ্যতে আমরা দেখবো উইন্ডোজের ব্যাচ ফাইল তৈরী এবং এতে pause কমান্ডটির ব্যবহার।

start কমান্ডটি টাইপ করে এন্টার চাপলে নতুন একটি কমান্ড উইন্ডো ওপেন হবে। আর tree কমান্ডটি প্রয়োগ করলে কোন নির্দিষ্ট ফোল্ডারের কন্টেন্টস্ গাছের মত করে দেখাবে। যেমন: tree “C:\Program Files” কমান্ডটি দিলে প্রোগ্রাম ফাইলসের ভেতরের সমস্ত কন্টেন্টস্ গাছের মত করে দেখাবে। বিস্তারিত জানতে tree /? কমান্ডটি ব্যবহার করুন।

আপনি কি জানেন একই নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত কম্পিউটারগুলো একে অপরকে ম্যাসেজ পাঠাতে পারে? খুব ছোট্ট একটি কমান্ডের মাধ্যমে আপনিও পারবেন আপনার ওয়ার্কগ্রুপের/ডোমেইনের অন্যান্য কম্পিউটারগুলোকে ম্যাসেজ পাঠাতে। এর জন্য আপনাকে প্রথমে যেতে হবে কন্টোল প্যানেলে, তারপর এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টুলস্ এ। এবার সারভিসেস্ এ ডাবল ক্লিক করে ওপেন করুন। স্ক্রল করে ম্যাসেঞ্জার সার্ভিসটি খুঁজে বের করুন।

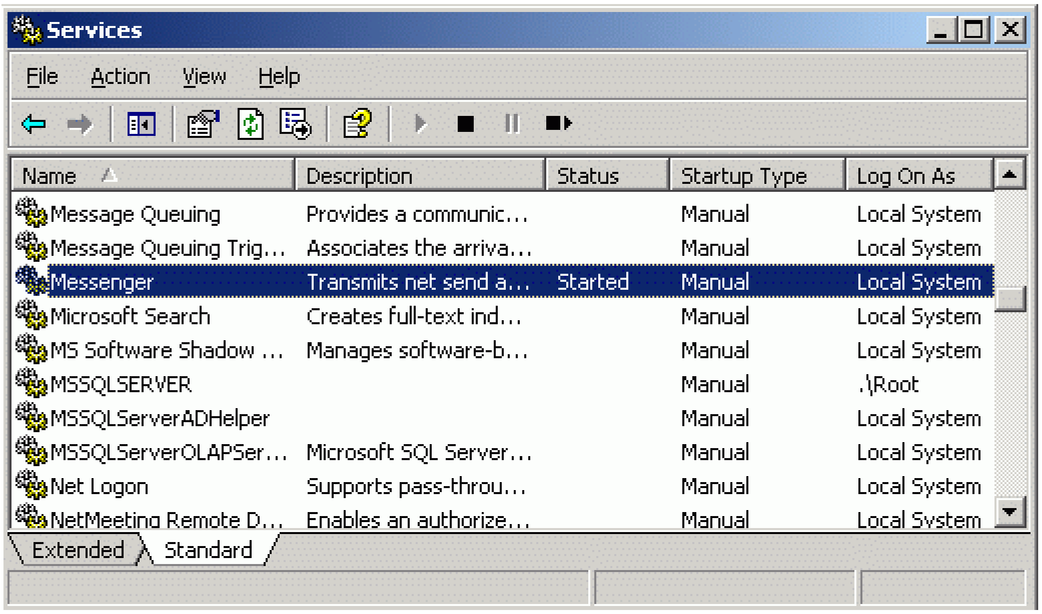

প্রথমে লক্ষ্য করুন স্টার্টআপ টাইপ ডিজ্যাবল্ড রয়েছে কিনা। ডিজ্যাবল্ড থাকলে ডাবল ক্লিক করে প্রোপার্টিজ এ যান এবং স্টার্টআপ টাইপ ম্যানুয়াল করে দিন। এবার প্রোপার্টিজ এর স্টার্ট বাটনটিতে ক্লিক করে সার্ভিসটি স্টার্ট করুন অথবা আপনি ম্যাসেঞ্জার সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে স্টার্ট এ ক্লিক করেও স্টার্ট করতে পারেন। এবার প্রথমে নিজের কম্পিউটার দিয়ে টেস্ট করে দেখুন। কমান্ড প্রম্পটে লিখুন net send YourComputerName YourMessageToSend. ধরুন আপনার কম্পিউটারটির নাম HOME এবং আপনি ম্যাসেজ পাঠাতে চান Hi, my name is Shovon!

তাহলে টাইপ করুন, net send HOME Hi, my name is Shovon! এখন চিত্রে প্রদর্শিত ম্যাসেজটির মত আপনারও একটি ম্যাসেজ পাওয়া উচিত।

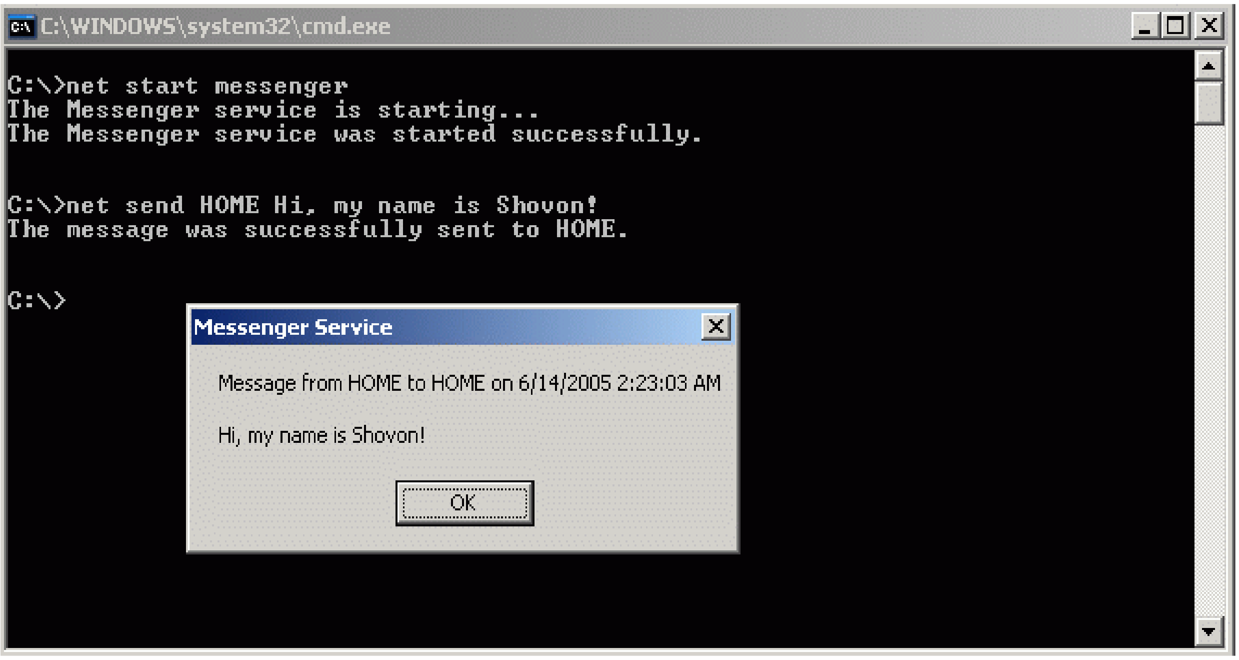

এবার আপনার ওয়ার্কগ্রুপের/ডোমেইনের অন্যান্য কম্পিউটারগুলোকে ম্যাসেজ পাঠাতে চাইলে My Network Places এ যান। এবার ওয়ার্কগ্রুপ ওপেন করুন এবং দেখে নিন এই মূহুর্তে আপনার কাঙ্খিত পিসিটি ওয়ার্কগ্রুপে রয়েছে কিনা। যদি থাকে তাহলে net send এরপরে আপনার কম্পিউটারের জায়গায় আপনার কাঙ্খিত পিসিটির নাম লিখুন, তারপর ম্যাসেজটি টাইপ করে পাঠিয়ে দিন। তবে আপনার কাঙ্খিত পিসিটিতে ম্যাসেঞ্জার সার্ভিসটি ডিজ্যাবল্ড অবস্থায় থাকলে আপনার ম্যাসেজটি পাবে না।

NetBIOS Messenger এর কিছু সিকিউরিটি ইস্যু রয়েছে, তাই উইন্ডোজ এক্সপি সার্ভিস প্যাক ২, উইন্ডোজ ২০০৩ সার্ভার এবং উইন্ডোজ লংহর্ণে ম্যাসেঞ্জার সার্ভিসটি ডিজ্যাবল্ড অবস্থায় থাকে। আপনার খুব প্রয়োজন না হলে এই সার্ভিসটি বন্ধই রাখুন। আমরা কমান্ড প্রম্পট থেকেই সার্ভিসটি বন্ধ করতে পারি। net stop messenger লিখে এন্টার চাপুন। এই মূহুর্তে আপনার পিসিতে কি কি সার্ভিস চালু রয়েছে জানার জন্য লিখুন net start, এবার এন্টার চাপুন। কমান্ড প্রম্পট থেকে খুব সহজেই বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড সার্ভিস কন্ট্রোল করা সম্ভব। বিস্তারিত জানতে net HELP লিখে এন্টার চাপুন।

আমরা এই টিউটোরিয়ালটির শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সবশেষে দু'টি জরুরী কমান্ড। আপনি এই মূহুর্তে নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত কিনা জানতে হলে ping কমান্ডটির দ্বারা আপনার ইন্টারনেট সংযোগদাতার সার্ভারের আইপি ping করুন। যেমন ধরুন আপনার ইন্টারনেট সংযোগদাতার সার্ভারের আইপি যদি হয় 192.168.30.1, তাহলে ping 192.168.30.1 লিখে এন্টার চাপুন। যদি "Request timed out" ম্যাসেজ পান, তাহলে বুঝবেন এই মূহুর্তে নেটওয়ার্কের সঙ্গে আপনার পিসি

যুক্ত নয়, আর "Reply from 192.168.30.1: bytes=X time=X TTL=X" ম্যাসেজটি পেলে বুঝবেন এই মূহুর্তে নেটওয়ার্কের সঙ্গে আপনার পিসি যুক্ত। এই মূহুর্তে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি রয়েছে কিনা জানতে হলে যে কোন একটি ওয়েব সাইট এ্যাড্রেস্ লিখে ping করুন। যেমন: ping www.google.com, কানেকশন না থাকলে "Unknown host" ম্যাসেজটি দেখাবে, আর কানেকশন থাকলে রিপ্লাই পাবেন।

এবার কথা হলো, আপনি আপনার ইন্টারনেট সংযোগদাতার সার্ভারের আইপি জানবেন কিভাবে? খুবই সহজ ব্যাপার! ipconfig /ALL লিখে এন্টার চাপুন। আপনার নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত যাবতীয় ইনফরমেশন দেখাবে। এই ইনফরমেশনগুলোর মধ্যে আপনার ইন্টারনেট সংযোগদাতার সার্ভারের আইপি হলো Default Gateway তে বর্ণিত সংখ্যাগুলো। আপনার নিজের আইপি হলো IP Address এ বর্ণিত সংখ্যাগুলো।

লেখক হিসেবে আমি একেবারেই আনাড়ি, আর বাংলাতে লেখা টিউটোরিয়াল এবারই প্রথম। তাই আমি আশা করবো আমার ভুলগুলো আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। "উইন্ডোজ এ কমান্ড প্রম্পট এর ব্যবহার" আমি পুরোপুরি কভার করতে পারিনি, অনেক কিছু বাকি রয়ে গেছে। আসলে কোন সাপোর্ট ছাড়া একার পক্ষে এতকিছু কভার করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এই টিউটোরিয়ালটি সম্পর্কে আপনাদের উৎসাহ, মন্তব্য, অভিযোগ, প্রশ্ন ইত্যাদি আশা করছি, যা আমাকে ভবিষ্যতে আরও লেখার ব্যাপারে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করবে!!!

কষ্ট করে টিউটোরিয়ালটি পড়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।

-- মোহাম্মদ আহ্সানুল হক শোভন
ইমেইল-১: ahsanul_haque_shovon@yahoo.com
ইমেইল-২: ahsanul_haque_shovon@unilinkbd.net
ওয়েবসাইট: http://www29.websamba.com/shovon